মেহেরপুর সদরে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামকে শোকজ

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামকে শোকজ করেছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো: ওয়ালিউল্লাহ। গত শুক্রবার এক জরুরী চিঠিতে এ শোকজ করা হয়েছে।

শোকজে বলা হয়েছে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৮ এর (ঘ) এবং বিধি ৩১ অনুযায়ী “প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে উস্কানিমুলক বক্তব্য বা বিবৃতি, অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না”। তারপরও আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামে নির্বাচনি মতবিনিময় সভায় কর্মী-সমর্থকরা আপনার পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণাকালে উস্কানিমুলক বক্তব্য বা বিবৃতি, পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন যা গত ৩ মে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক) ভাইরাল হয়েছে। যা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর ১৮ (ঘ) ও ৩১ বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর ১৮(ঘ) ও ৩১ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে কেন আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার লিখিত জবাব আজ শনিবার বিকাল ৪টার মধ্যে জেলা নির্বাচন অফিসার, মেহেরপুর ও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

উল্লেখ্য, গত ২ মে আশরাফপুর গ্রামে এক নির্বাচনী প্রচারণায় চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের প্রতিক মোটরসাইকেল ছাড়া কোন প্রতিকে সিল মারা যাবে না এবং কোন প্রতিকের এজেন্ট থাকতে পারবে না বলে হুমকিস্বরুপ বক্তব্য দেন মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রীর মেজ ভাই ইকবাল হোসেন বুলবুল।

জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভাইয়ের বক্তব্যে তোলপাড়!

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচনে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর বড় ভাই ও মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেনের হুমকিতে রাজনীতির অঙ্গনে তোলপাড় অবস্থা। এক প্রার্থীর পক্ষে অবস্থান নিয়ে দলেরই আরেক প্রার্থীর এজেন্ট থাকবে না বলে হুমকি দিয়েছেন তিনি। ভোট কেন্দ্রে ওই প্রার্থীর কোন এজেন্ট থাকবে না বলে হুশিয়ারী করে দিয়েছেন তিনি। জনপ্রশাসনমন্ত্রী কোন প্রার্থীর পক্ষ অবস্থান না নিলেও তাঁর ভাইয়ের এ বক্তব্য মন্ত্রীকে বিব্রত করেছে বলে মনে করছে জনসাধারণ।

নেটিজেনদের মাধ্যমে পাওয়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের একটি নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখছেন ইকবাল হোসেন। ওই গ্রামের বাসিন্দা এবং আওয়ামী লীগ নেতা আনারুল ইসলাম সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রার্থী। তার পক্ষে অবস্থান নিয়ে তিনি বলেন, ৮ তারিকের নির্বাচনে শুধুমাত্র আনারুল ইসলামের (মোটরসাইকেল প্রতীক) ছাড়া অন্য কোন এজেন্ট থাকতে পারবে না। এই আশরাফপুর গ্রামে কোন এজেন্ট থাকবে না। শুধু আনারুল ভায়ের মার্কায় সিল মারা হবে। আর কোন মার্কায় সিল মারতে দেওয়া হবে না।

গত বৃহস্পতিবার (০২ মে) সন্ধ্যায় ৬টায় সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামের ৭নং ওয়ার্ড স্কুল পাড়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ এক সভার আয়োজন করেন। এ ইকবাল হোসেন তাঁর ২ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

নির্বাচনী সভায় ইকবাল হোসেন বলেন, আনারুল ভাই সহ আরো চারটি প্রার্থী আছে। আনারুল ভাই যদি নির্বাচনে না দাড়াতো তা হলে আমি ভোট করতে আসতাম না। আনারুর ভাই একজন যোগ্য প্রার্থী। উপজেলা চেয়ারম্যান এমন একজনকে করতে হবে যে টোটাল উপজেলা আওয়ামী লীগকে টিকিয়ে রাখতে পারে। যে ব্যাক্তি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীসহ জনগনের সুখে দুখে পাশে থাকতে পারবে। যে নিজের জমি বেচেঁ আওয়ামী লীগকে টিকাতে পারবে সেই ধরণের লোক আমরা উপজেলাতে চাই। আনারুর ভাই ছাড়া এই ধরণের কোন লোক নেই। আর কোন প্রার্থী নেই। তাই আজকে সেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মত ওই রকম ভোট চাই আনারুল ভায়য়ের জন্য। এক চেটিয়া ভোট হবে শুধু মোটরসাইকেলে। প্রত্যেকটি সেন্টারে

মোটরসাইকেল জিতবে। আমরা শহরের লোকজন বুঝেছি যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। আনারুল ভাইকে আমরা প্রতিটি সেন্টারে ব্যাপক ভোটে বিজয়ী করবো। এই আশরাফপুর গ্রামে কোন এজেন্ট থাকবে না। শুধু আনারুল ভায়য়ের মার্কা মোটরসাইকেল মার্কা সিল মারতে হবে। অন্য কোন মার্কায় সিল মারতে দেওয়া হবে না।

এদিকে ইকবাল হোসেনের এ বক্তব্য নেটিজেনদের কাছে ছড়িয়ে পড়ার পর শুরু হয় তীব্র সমালোচনা। তিনি জনপ্রশাসনমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনের মেজ ভাই। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের চার জন প্রার্থী রয়েছেন। আওয়ামী লীগের গ্রুপ রাজনীতির হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর পক্ষের প্রার্থী হলেন- জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন ও আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা আনারুল ইসলাম। এছাড়াও জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুল মান্নান এবং জেলা কৃষক লীগের সহ সভাপতি হাসেম আলী চেয়ারম্যান প্রার্থী মাঠে রয়েছেন।

নেতাকর্মীরা জানান, জনপ্রশাসন মন্ত্রীর পক্ষের প্রার্থী অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন ও আনারূল ইসলামের মধ্য থেকে একজনকে সমর্থন দেওয়ার দাবি ছিল নেতাকর্মীদের কাছ থেকে। কোন প্রার্থীর পক্ষে মন্ত্রী, এমপি ও তাদের স্বজনরা অবস্থান না নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের কঠোরতা থাকায় জনপ্রশাসনমন্ত্রী নিরবতা পালন করেছেন। এর মধ্যে তার আপন ভাইয়ের এমন বক্তব্য মন্ত্রীকে বিব্রত করেছে বলে মনে করছেন নেতাকর্মীরা।

ইকবাল হোসেনের বক্তব্যের বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধরাণ সম্পাদক ইব্রাহিম শাহীন বলেন, এভাবে প্রকাশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভাই ও শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি যদি এমন বক্তব্য দেই তাতে উপজেলা নির্বাচন জনগণের কাছে কতটুকু গ্রহনযোগ্য হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এগুলো নির্বাচনী আচরণবীধি লঙ্ঘন। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত আকারে অভিযোগ জানানো হবে।

জানতে চাইলে ইকবাল হোসেন বলেন, আমদহ এলাকায় সাবেক চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম ওই এলাকায় খুব জন্রপিয় নেতা। আমি এই কারণে অন্যকোন প্রার্থীর এজেন্ট পাওয়া যাবে না বলে কথা বলতে গিয়ে এমন কথা বেরিয়ে গেছে। বিষয়টি ওইভাবে মনে করার কিছু নেই।

তবে লিখিত অভিযোগ কিংবা ভিডিও ক্লিপ হাতে না আসা পর্যন্ত কোন

মন্তব্য করতে রাজি হননি এ নির্বাচনের রির্টার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা জেলা নির্বাচন অফিসার ওয়ালিউল্লাহ।

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে

হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের পৃথক দুটি স্থানেঅভিযান চালিয়ে ১০ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মাদ্রক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

আজ শুক্রবার বিকাল ৩ টার দিকে সদর উপজেলার হরিরামপুর ও বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে শহরের ভূমি অফিস পাড়ায় অভিযানপরিচালনা করেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক হাশেম আলী।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে হরিরামপুর দক্ষিণপাড়ায় অভিয়ান চালিয়ে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ রেজাউল হকেবর ছেলে ইকবাল হোসেনকে এবং শহরের ভূমি অফিস পাড়া থেকে শমসেরে শেখের ছেলে মিয়ারুল ইসলামকে ৬ গ্রাম হেরোইনসহ আটক করা হয়েছে। পরে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের আনারস প্রার্থী

ডাবুর গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আনারস প্রতিকের চেয়ারম্যান প্রার্থী ঢাকা উত্তর দারুস সালাম থানা আওয়ামীলীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজ সেবক মোমিন চৌধুরি ডাবু গনসংযোগ ও পথসভা করেছে।

তিনি আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার কুমারি,কামালপুর,পশুহাট ও আলমডাঙ্গা শহরে গনসংযোগ করেন।গনসংযোগ কালে মোমিন চৌধুরি ডাবু বলেন আমি উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে দাড়িয়েছি,আমার প্রতিক আনারস।

আপনারা আনারস প্রতিকে ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করলে আলমডাঙ্গা উপজেলার অসামাপ্ত কাজ সমাপ্ত করব,আলমডাঙ্গা উপজেলা একটি বৃহত উপজেলা,১৬ টি ইউনিয়ন ১ টি পৌর সভা,আমি আপনাদের সমর্থন প্রত্যাসা করছি,আপনারা আমাকে নির্বাচিত করলে প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগানোর চেষ্টা করব।

এসময় তার সাথে ছিলেন,ইকলুসুর রহমান,এমদাদুল হক,মোজাম্মেল হক,আবু দাউদ,আনারুল,আকবর আলী মন্ডল,শাহাবুদ্দিন,আশরাফুল ইসলাম,লিমন আলী,আলম হোসেন,জাহিদুল ইসলাম তোতা,শাহাদৎ হোসেন,আনোয়ার হোসেন,ঠান্ডু রহমান,নজরুল ইসলাম,মোল্লাহ জাফর উল্লা,আলেম মেম্বার, আতিক বিশ্বাস প্রমুখ

মেহেরপুর সদরে চেয়ারম্যান

প্রার্থী আনারুল ইসলামের

নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

আসন্ন সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল

ইসলামের মটরসাইকেল মার্কার সমর্থনে নির্বাচনী মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার (২ মে) বিকেলে আশরাফপুর বাজারে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মনোরদ্দীন মনোর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল।

সম্মানিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ইউপি চেয়ারম্যান শাহ জামান, সেলিম রেজা, মতিউর রহমান, আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম। আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নুর ছেলে সেলিম রেজা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও এসময় শহর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হায়দার আলী, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার, আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আলমগীর হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা ছাত্র লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাব্বারুল ইসলাম, জেলা ছাত্র লীগের দপ্তর সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে মানব সেবায় ছাত্রলীগ নেতা অনিক

করোনা দূর্যোগের সময় থেকে অক্সিজেন, ঔষধ সরবরাহ, অসহায়দের মাঝে খাদ্য সহায়তা, সচেতনতা কার্যক্রম, মাস্ক বিতরণ করে আসছেন গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মো: আসিফ ইকবাল অনিক।

এবার পথচারীদের মাঝে শরবত, খাবার পানি ও স্যালাইন বিতরনের পাশাপাশি তীব্র তাপদাহ থেকে মুক্তি পেতে ও এসডিজি বাস্তাবায়নের লক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সড়কের পাশে বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৩ শতাধিক গাছ রোপন করে সকল শ্রেনী পেশার মানুষের কাছে নিজেকে তুলে ধরেছেন মানবিক ছাত্র নেতা হিসেবে। তার সামাজিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে খুশি আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

আসিফ ইকবাল অনিক মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক। পড়াশুনা করছেন মেহেরপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজে। চৌকস, মেধাবী ও দক্ষ সংগঠক আসিফ ইকবাল অনিক ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি ছোটকাল থেকেই, মানবসেবামূলক কাজ করছেন।

কৃষকের ধানকাটা থেকে শুরু করে ইতিবাচক নানা কর্মসূচির জন্য আসিফ ইকবাল অনিককে দলের তৃণমূল থেকে শুরু করে শীর্ষস্থানীয় অনেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

এদিকে তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে মুক্তি পেতে ও এসডিজি বাস্তাবায়নের লক্ষে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক মো: আসিফ ইকবাল অনিকের উদ্যাগে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। রাসের সংক্রামণ ঠেকাতে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতামূলক মাইকিং সহ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লোবস, লিফলেট বিতরণ শহরে জীবানুনাশক স্প্রে দেয়াসহ নানা কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলো ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। আবার কখনও নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য সঙ্কটের ফোনকল পেয়ে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে ছুটে চলে তারা। ‘ত্রাণ নয় উপহার’ এই শ্লোগান দিয়ে পৌঁছে দেয়া হয় ছাত্রলীগের খাদ্য সামগ্রী।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক বলেন, কোন প্রতিদান পাওয়ার জন্য নয় সেবার ব্রত নিয়ে দায়িত্ব পালন

করছেন জানিয়ে তিনি আরো বলেন,বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে। চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে আদর্শের সাথে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দরা জানান,গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক সহ ছাত্রলীগ নেতা কর্মীরা করোনা দূর্যোগ সহ নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখে। যা সেবার মাধ্যমে জনগনের কাছে নিজেকে ছাত্ররাজনীতির মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক।
গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আসিফ ইকবাল অনিক প্রায় প্রতিদিনই অসহায় রুগীদের সেবা নেওয়ার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এছাড়া ভর্তি রুগীদের পাশাপাশি সার্বিক সহযোগিতা করেন তিনি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, বৃক্ষ রোপন, শরবত ও পানি পান, করোনা দূর্যোগ সহ জনগনের নানা সমস্যায় পাশে থেকে সেবা করা অত্যান্ত মানবিক ও ভালো কাজ। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আসিফ ইবাল অনিক মানব সেবায় যে কাজ করছে এটা সকলের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাচনের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

দ্বিতীয় ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ১৪ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২ মে) দুপুরে জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তানভীর রুম্মন আহমেদ প্রতীক বরাদ্দ করেন।

এ সময় চেয়ারম্যান পদে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেক-আনারস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক একেএম শফিকুল আলম-কাপ পিরিচ, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো-কৈই মাছ, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল-হেলিকপ্টার, উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক লায়লা আরজমান বানু -দোয়াত কলম, আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদুল ইসলাম জুয়েল-ঘোড়া, উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন-মোটরসাইকেল ও আওয়ামী লীগ কর্মী মুকুল আহমেদ-শালিক পাখি।

ভাই চেয়ারম্যান পদে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ সভাপতি দেলোয়ার হোসেন মিঠু-তালা, আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক হোসেন-টিউবওয়েল এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রেজাউল করিম-চশমা প্রতিক পেয়েছেন।

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং যুব মহিলা লীগ নেত্রী ফারহানা ইয়াসমিন-হাঁস, নাসিমা খাতুন-ফুটবল এবং জাকিয়া আক্তার আলপনা-কলস প্রতীক পেয়েছেন।

চেয়ারম্যান পদে একই প্রার্থী একই প্রতীক দাবি করায় লটারির মাধ্যমে প্রতীক নির্ধারণ করা হয়।

প্রসঙ্গত, গাংনী উপজেলা পরিষদের এই নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৮ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ জনসহ মোট ১৪ প্রার্থী প্রতীক নিয়ে আজ থেকে মাঠে লড়বেন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে শুধুমাত্র জুলফিকার আলী ভুট্টো বিএনপি নেতা। বাকি ১৩ জন প্রার্থী আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের মে

দিবস পালন

“শ্রমিক-মালিক গড়বো দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে মহান আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালীর আয়োজন করা হয়।

আজ বুধবার (১ মে) সকাল ৯ টার দিকে সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের নিজস্ব কার্যালয় থেকে র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এসে শেষ হয়।

র্যালীর নেতৃত্ব দেন সদর জেলা ইমারত নির্মাণকারী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ আব্দুল করিম এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ সাইদুল আলম শাহীন।

এসময় সদর জেলা ইমারত নির্মাণকারী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনিরুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাসেল, কোষাধাক্ষ খন্দকার নাফিজুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক মোঃ আব্দুল মোতালেব, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ ইসরাফিল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আঃ রাজ্জাক, প্রচার সম্পাদক মোঃ মিলন, শ্রম কল্যাণ সম্পাদক মোঃ মাহাবুব আলম লিটন, কার্যনির্বাহী সদস্য মোঃ ফিরোজ আলী, মোঃ আঃ মোমিন, মোঃ জিন্নাতুল, মোঃ সাবদার আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে টাইল,পাইপ এন্ড সেনেটারী শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিক দিবস পালন

১ লা মে মহান শ্রমিক দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলার টাইল, পাইপ এন্ড সেনেটারীসহ নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের

উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালীর আয়োজন করা হয়।

আজ বুধবার (১ মে) দিবসটি উপলক্ষে শহরের কোট রোড,বকুলতলা থেকে কমিউনিটি সেন্টার পর্যন্ত একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটির নেতৃত্ব দেন সদর উপজেলার টাইল, পাইপ এন্ড সেনেটারীসহ নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল সালাম।

এসময় সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন (মুন্না), সহ-সভাপতি মহর আলী খান (তুষার), সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল করিম মুক্তা, কোষাধক্ষ্য মোমিন খান, প্রচার সম্পাদক মামুন শিকদার, সদস্য উজ্জল মিয়াসহ অন্যান্য নেতাকর্মীগণ অন্যান্য নেতাকর্মীগণ অন্যান্য শ্রমিক সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের মে দিবস পালন

মহান মে দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বুধবার (১ মে) সকালে এ বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র্যালীটি মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

র্যালীতে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা। র্যালীশেষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সবুজ প্রমূখ।

র্যালী ও আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে জেলা মটর শ্রমিক

ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি
মোঃ নজরুল ইসলাম (নজু), সহ-সভাপতি মোঃ মাহাবুব হোসেন,মোঃ এরশাদ আলী,সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ রমেজ উদ্দীন,সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ বকুল হোসেন,শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক মোঃ রেজাউল হক,কোষাধ্যক্ষ মোঃ মিন্টু,প্রচার সম্পাদক মোঃ সেন্টু শেখ,লাইন সম্পাদক মোঃ মুন্না,কার্যকরী সদস্য মোঃ শরিফুল ইসলাম,মোঃ বাচ্চু মিয়া,মোঃ আনারুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।